আত্মকথা

১৫ই জানুয়ারী,২০২১

পত্রিকার পক্ষ থেকে

নয় নয় করে একুশে পা দিয়ে ফেললো আমাদের ‘আত্মজা’ । সেই সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে আমাদের ‘আত্মকথা’র বয়স হয়ে গেল উনিশ। এই উনিশ বছর বয়সে আত্মকথা কখনো সোচ্চার হয়ে উঠেছে আবার কখনো বেশ কিছুদিন সে নীরব হয়ে থেকেছে নানা কারণে ।

তবু আত্মকথা একেবারে থেমে যায়নি কোনদিন । এর একটা বড়ো কারণ আত্মজার সদস্যদের কথা রয়ে গেছে অফুরন্ত ... আর আত্মকথাই হয়ত তাদের সেই কথা বলার প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে আজ। এবং এই কথাটা আমরা আরো ভালোভাবে বুঝলাম এই অতিমারীর সঙ্কট মুহূর্তে । তাই পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ছ’মাসের ব্যবধানে আমরা আবার নিয়ে আসতে পারলাম আমাদের এই পত্রিকার ২০২১ সালের প্রথম সংখ্যা ।

আমরা সবাই জানি করোনার প্রভাব আমরা এখনো সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেতে পারিনি। এখনো আমরা মেনে চলেছি বেশ কিছু নিয়ম বিধি । এখনো আমরা সামনা সামনি দেখা সাক্ষাৎ , মুখোমুখি কথা বলতে পারছিনা। কিন্তু কিছুটা হলেও সেই দুরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে পেরেছে এই আত্মকথা। এবং এই মুহূর্তে হয়ত সত্যিই আরো ভালো হত যদি আমরা আরো একটু কাছাকাছি সময়ের ব্যবধানে আত্মকথা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম। এই একটি বিষয় সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনাদের উপরে । আপনারা যদি চান তাহলে আমাদের কাছে এখন থেকেই পাঠাতে শুরু করুন লেখা , কবিতা , গল্প , ছবি ... নীচের ই-মেল ঠিকানায়...

atmaja_calcutta@yahoo.com অথবা piyanaskar@gmail.com অথবা prasun2008@yahoo.co.in

আগামী ১লা বৈশাখ , ১৪২৮ বাংলা নববর্ষে আমরা আমাদের আত্মকথার পরবর্তী সংখ্যা বের করব এই স্বপ্ন মনের মধ্যে নিয়ে আজ এই ১লা মাঘ, ১৪২৭ আমরা আত্মকথা এইবারের সংখ্যাটি আপনাদের হাতে তুলে দিলাম...

নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুন , সুস্থ থাকুন ... সবাইকে ভালোবাসুন , ভালো রাখুন ।

‘আত্মকথা’র সম্পাদক মন্ডলী

"সংবাদপত্রের লোক সংবাদের তালে থাকে রোজই-
ঘটনা কিছুই নয়, মানুষের মৃত্যু হতে হবে,
ভয়ংকর কিছু ছাড়া ভালোবাসা সংবাদপত্রের
মানুষ পাবেনা ! মেঘ, কতো ভালোবাসা পেয়েছিলো।
সেই মেঘদূত-কাব্যকাল থেকে তরুণ লেখায়-
মনে পড়ে ? কষ্ট পাও ? তোমার কষ্টের শেষ হবে
আবার খরায় কোনো , পৃথিবীর আগ্নেয় হুংকারে !"

(মেঘ, কতো ভালোবাসা - শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

* সম্পাদকের কলমে *

প্রায় বছর খানেক অতিবাহিত করে ফেললাম নোভেল করোনা ভাইরাসের সঙ্গে। আমাদের দেশে লক্-ডাউন পরবর্তী সময়ও হয়ে গেল প্রায় মাস দশেক। জীবিকার কারণে এবং সাধারণ জীবনযাত্রা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগিদে মানুষ পথে নেমেছে এবং যতটা সম্ভব সতর্কতা বজায় রেখে কাজকর্ম করছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সংক্রমণ নিয়ে ভীতি এখন অনেক কম। সেটা হয়তো একদিক দিয়ে ভাল, কিন্তু ভয় কমার কারণে অসাবধান হওয়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই সংক্রমণ কমবয়সীদের সেরকমভাবে অসুস্থ করতে না পারলেও, তাদের মাধ্যমে বাড়ীর বয়স্করা বা অন্যভাবে দুর্বল লোকজনেরা সংক্রমিত হতে পারেন; তাঁদের পক্ষে এই সংক্রমণ কিন্তু ভীষণ ক্ষতিকারক।

নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কারে বিশ্বজুড়ে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছিল, তা সাম্প্রতিককালে সফলতার মুখ দেখেছে। বিজ্ঞানের এই বিজয়বার্তা এমন এক আনন্দবার্তা এনেছে, যা এই ধরণীর প্রতিটি মানুষকে ছুঁয়ে গেছে স্বস্তি ও আশার রুপালী আলোয়। একথা মানতেই হবে যে বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা যে নিষ্ঠা ও দ্রুততার সাথে এ কাজ সম্পন্ন করেছে, তার তুলনা হয় না। শুধু প্রশংসা করে এই অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না; বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঘোষণায় এই আবিষ্কার অগ্রগামী হয়ে থাকবে। তবু সাবধানবাণী কিছু মনের মধ্যে গেঁথে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রতিষেধক আবিষ্কার এবং তার অনুমোদন মানে এই নয় যে আলাদীনের প্রদীপের মত এক ফুৎকারে কোভিদ ১৯–এর মত রোগ উধাও হয়ে যাবে। এই বিপুল জনগণের মধ্যে বন্টন এবং সুষ্ঠুভাবে টীকাকরণ করা এক বিশাল কর্মযজ্ঞ, যা হয়তো বছরখানেকের মত সময় নিয়ে নেবে। আর তার মধ্যে অবাঞ্ছনীয়ভাবে দেখা দিতে পারে এই প্রতিষেধকের দ্রুত অনুমোদনের কারণে অপ্রমাণিত এবংসম্ভাব্য কিছু বিরূপ পার্শ্বক্রিয়া। অবশ্য যে কোনও প্রতিষেধকের ক্ষেত্রেই এই সম্ভাবনা কিছু পরিমাণে থাকে। যে কোনও নতুন ওষুধ বা প্রতিষেধক ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কারের পরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। এই অনুমোদন পাওয়ার জন্য ওষুধ বা প্রতিষেধককে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যাতে প্রমাণ করতে হয় যে এই ওষুধ বা প্রতিষেধকের বিশেষ কোন বিরূপ পার্শ্বক্রিয়া নেই এবং তা নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসায় কার্যকরী বা বাজারে পাওয়া যায় এমন কোনও ওষুধের চেয়ে বেশি কার্যকরী। কোভিদ ১৯–এর প্রতিষেধকের ক্ষেত্রে দ্রুত অনুমোদন দেওয়ার চাপে দরকারী সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুব সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে এবং তার ফলে প্রতিষেধকের বিরূপ পার্শ্বক্রিয়া সম্বন্ধে এখনই সঠিকভাবে কিছু বলা যাবে না। সময়কালে হয়তো কিছু কিছু প্রকাশ পাবে, বা নাও প্রকাশ পেতে পারে। তার উপর আছে জীবাণুটির নিজেরই ক্রমাগত পরিবর্তন করার উদ্ভট স্বভাব, যা প্রতিষেধকের কার্যকরিতাকে কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এইসব মন-খারাপ করা কথা ছেড়ে মনে রাখতে হবে যে এই প্রতিষেধকের উপরেই আমাদের যত আশা-ভরসা। প্রার্থনা করি যেন কোনওরকম বিরূপ পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই এই প্রতিষেধক আমাদের পৃথিবীকে রোগমুক্ত করতে পারে।

এবার দেখা যাক লক্-ডাউনের মধ্যে আমরা ভাল কিছু পেলাম কিনা। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার চাপে আমরা সবাই এখন অন-লাইন ক্লাস বা কাজ করছি। এ এক অদ্ভুদ ব্যবস্থা! সবাইকে দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু কাউকে ছুঁতে পারছি না। পড়াশোনা বা কাজকর্ম সব মোটামুটি হচ্ছে, কিন্তু মন ভরছে না। অবশ্য আমরা ধীরে ধীরে এই নতুন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছি এবং প্রাথমিক অসুবিধাগুলো ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠতে পারছি। আবার যখন কোভিদ-পরবর্তী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসব, সে যখনই হোক, তখন এই অন-লাইন ব্যবস্থা এবং পূর্বাবস্থার উপযুক্ত সংমিশ্রণে হয়তো পাব এমন এক নতুন ব্যবস্থা যা অনেক বেশি সন্তোষজনক ও কার্যকরীহবে। আশা করতে দোষ কি!

অন-লাইন ব্যবস্থায় আত্মজার কার্য্যনির্বাহী কমিটির দু'টো মিটিং হয়েছে ১৬ই অগাষ্ট এবং ৬ই ডিসেম্বর,বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছে ২৭শে সেপ্টেম্বর, রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা পালন করেছি ৯ই অগাষ্ট এবং বিজয়া-দেওয়ালী সম্মেলন হয়েছে ৩রা নভেম্বর। সাধারণ সভার দিন, সভার পরে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুইশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি ছোট অথচ সুন্দর অনুষ্ঠানও হয়েছিল। গত ১৫ই জুলাই-এর পর আগামী ১৫ই জানুয়ারী অন-লাইনে আত্মজার ওয়েব্সাইটে প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের পত্রিকা আত্মকথার দ্বিতীয় অন-লাইন সংখ্যা। ভাল খবর আর শেষই হচ্ছে না। তবে একটা খবর অতটা ভাল নয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার চাপে ২০২১ সালের বার্ষিক বনভোজন এবারের মত বাতিল করতে হল। আমরা ভীষণভাবে দুঃখিত। যদি সম্ভব হয়, বছরের মাঝখানে একবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ ও নিরাপদে থাকুন এবং আনন্দে থাকুন। সবাইকে ইংরাজী নতুন বছরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

অনুপ দেওয়ানজী
সম্পাদক, আত্মজা

ছোটদের পাতা — হাতে নিয়ে তুলি , পাত্রে নিয়ে রঙ ...

অহিতি

অনুষা বসু চৌধুরী

ছোটদের পাতা — হাতে নিয়ে তুলি , পাত্রে নিয়ে রঙ ...

পুজা দত্ত

ছোটদের জন্যে তুলি হাতে মৌসুমী দাস চৌধুরী

ছোটদের পাতা — হাতে নিয়ে কলম , শব্দে , অক্ষরে ...

A Sleepy Day

Deep in my slumber
When came the plumber
With his boys
And all their noise
To break into my heaven
When it was only seven.

On the window pane
The tapping rain
All through the night
And amidst the daylight
Lullabied me right
And I slept tight.

To cover my dapper
From toe to my napper
I pulled a wrapper
Ignoring the clapper
It is a sleepy day
Heh hehheh!

আমাদের ছোট্ট বন্ধু আর্যনীল গত জুলাই মাসে দুটি ইংরেজি কবিতা আমাদের উপহার দিয়েছিল ... আমরা এই সংখ্যায় সেটা প্রকাশ করলাম। এছাড়া ২০১৯ সালে সে মা বাবার সাথে জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছিল । এখানে সেই সফরের একটি ছবি দেওয়া হল। আরো কিছু ছবি ও তার বাবার একটি কবিতা পরে আছে।

Hide and Seek

Hablu, Bablu, and Gablu
Were looking for 'W'
It was hide and seek game
And he was hiding close to them.

Failing in their search
They went to Mrs. Arch
Finding them in a fix
She told them to meet '6'

He said , Oh it is fine!
See how I become '9'
"6" toppled like a clown
And stood upside down.

Then they understood
Where 'W' stood
Inverted before 'other'
In the shelter of Mother.

আর্যনীল মজুমদার

ছোটদের পাতা — হাতে নিয়ে কলম , শব্দে , অক্ষরে ...

নীলের বাঘ সাফারী

তাপস কুমার মজুমদার

বাবার সনে গভীর বনে দিলাম হানা জঙ্গলে
মা কপালে হাতটি ঠেকান মোদের মিশন মঙ্গলে।
ডোরা জামা জোড়া মামা দিচ্ছে হামা কোনখানে
জিপের রথে বনের পথে হঠাৎ উদয় মাঝখানে।
হালুম হালুম পেলাম মালুম গেলুম বুঝি এইবারে
উঁকি ঝুঁকি টুকি টুকি লুকিয়ে ছিল ঝোপঝাড়ে।
চোখ গোল্লা খাঁচা ছাড়া যদিও আমার আত্মারাম
নয়নাভিরাম বাঘদুটি ভাই সাষ্টাঙ্গে আমায় প্রণাম।
বাঘের গড় বান্ধবগর হল সাক্ষাৎ মোলাকাত
রাজার সাথে রাজার দেখা কেয়াবাত ভাই কেয়াবাত।

ছোটদের পাতা — হাতে নিয়ে কলম , শব্দে , অক্ষরে ...

গত সংখ্যার মত এবারেও আমাদের পত্রিকা সম্পাদক প্রসুন গঙ্গোপাধ্যায় ছোটদের কাছ থেকে এই অতিমারীর আবহে লেখার আহ্বান করেছিলেন । এই নিউ নরমাল পরিস্থিতির পক্ষে উপযুক্ত বিষয় — শিক্ষার মাধ্যম অনলাইন না অফলাইন ক্লাস !
আমাদের দুই আত্মজা অহনা বসু এবং রিদ্ধি নস্কর কী লিখলেন এই বিষয়ে আসুন পড়া যাক .....

Offline VS Online …classes

Ahana Basu

The wide spread effect of COVID-19, disease caused by the corona virus has had its way upon the mode of education in School College as well as in private tuitions. At present all classes are conducted in online mode. It is indeed a debate to ascertain which is better online or offline mode for our education.

In case of online classes, student as well as guardian is safe because no use of public transport, expenses is also curtailed. Students need not to get ready in time nor it is necessary to bother about Tiffin meals. It is perhaps a boon for their offices staffs as well as for similar reasons stepping out of the houses for work or for classes can be risky respectively when virus has spread is poisonous wings across the globe. Online classes have its merits. No doubt changes of misuse of time are also minimized in online mode of work. People do not get the scope to chat or create any kind of disturbance in educational institutions and office. Online mode works [specially for women] it reduces the chances of harassment . . harassment in transport as well as in office. But even then offline has also its merits over online mode. Network problems and power cuts do affects the abilities of smooth working flows. Face to face interaction with teaches coworkers and superiors is far better and more effective than interaction remotely. Online mode of education gives students a chance to cheat or to open books during exams. It is also heard that students play games and are involved in others activities during classes which is quite impossible in offline mode. The real worth of student is not actually evaluated. Competitive and boards exams should not be conducted online. In my opinion classes and office especially when human life is at risk but otter wise offline is the best mode to conduct.

And my particular suggestion especially for women that if some office work can be done from home in online, the step should be taken it will reduce women harassment in work place.

"আমরা তবু ধুলোখেলার মেঘ
আমরা তবু মেঘের উঁচু ঢেউ
আমরা ফুলবাড়ির কাঁটাগাছ
আমরা চোরপুলিশ ও কেউ কেউ
কেউ পেয়েছি ছড়া লেখার হাত
কেউ ভিড়েছি ছড়া বেচার হাটে
সন্ধে হলে সবাই ফিরে যাই
গড়িয়ামোড়, হাওড়া, কুদঘাটে"

(লোকজন – জয় গোস্বামী)

Online Classes – Boon or Bane?

Riddhi Naskar

The COVID-19- 19 pandemic has greatly affected various aspects of normal life, including going to school, office and colleges/universities. As a result, school, colleges and universities have to start online classes. And online classes have both advantages and disadvantages. Firstly, some advantages of online classes are: -

1. Improve your self-discipline

Succeeding in online class requires self-discipline as neither friend will remind us the submission date of projects or assignments. In online classes, teachers can take assignments at any time or any day.

2. Improved Student Attendance

Scope of getting full 100% attendance. And nobody could be able to debarred or exclude those students from giving exams on the basis of their attendance.There are very fewer chances of students missing out on lessons and they can learn more.

3. Easier to Focus

It's not always easy to focus in class. Sometimes we are tired after doing back-to-back classes from morning time. While at home if we want, we can lie down for some minutes in break time.

4. The comfort of your home

There is absolutely no dress code for attending online classes. If we want to do the classes in top/shirt and track pant we can do. If we want to lie on our crouch or our bed while watching or listening a lecture, we can.

5. Requires good time-management

While doing class from home, we can save both our time and daily expenses. Online classes require more time for studies than on-campus classes.
And lastly, some disadvantages of online classes are: -

1)Technology Issues

This is a major problem while doing classes and especially giving online exams. Another key challenge of online classes is internet connectivity. Without consistent internet connection for students or teachers, there can be a lack of continuity in learning for the child. This is detrimental to the education process.

2) May create a Sense of isolation

Students can learn a lot from being in the company of their peers. However, in an online class, there are minimal physical interactions between teachers and students which is not even.

3) Inability to focus on screens

For many students, one of the biggest challenges of online learning is the struggle with focusing on the screen for long periods of time. With online learning there is high chance for students to be easily distracted by social media or other sites. Therefore, it is imperative for the teachers to keep their online classes engaging and interactive to help students stay focused on the lesson.

4) Exam problem

Due to online exams, questions are either subjective or MCQ's. So as per my opinion being a college student, we are not giving exams in proper way and as well correct evaluation is not happening.

As we can see that everything has some advantages and disadvantages. Basically, online classes help us to cover our lessons on time and sometimes before. Especially, school going students miss their games periods and it is more difficult for them to attend classes with full concentration because games and extracurricularactivities are also important with studies. Due to this pandemic, many things have changed such as sharing tiffin and maintaining social distance in one word it is better to say the environment has changed. Everybody is feeling isolated henceforth students are doingclasses with discussion and interactionpattern. But still lack of physical presence is a problem mainly for the teachers. As teachers can see the face and understand the students are understanding or not but that is not possible in online classes. It had been a common statement that,"Our education system is faulty, broken, non-beneficial." This specifies offline or classroom education where elements of "engagement" or one -to-one interaction always existed.

As per my opinion, online classes are temporary solutions for covering the syllabus and lessons. This cannot be a permanent solution and the pandemic has hampered not only studies but also normal life of each individuals. Now if I come to the economic impact of the 2020 COVID pandemic in India has been largely disruptive. According to the Ministry of Statistics, India's growth in the fourth quarter of the fiscal year

2020 went down to 3.1%. This drop is mainly due to the coronavirus pandemic effect on the Indian economy. Notably India had also been witnessing a pre-pandemic slowdown, and according to the World Bank, the current pandemic has "magnified pre-existing risks to India's economic outlook".

Online classes are “boon” as this system prevents hampering of student’s studies. And certain apps (“Google Meet”, “Zoom”, Skypeand “Microsoft Teams”) which helps to connect us with everyone throughout the worldor do such office meetings or classes. Online classes are a critical way of study for students. Online classes can be “bane” as this way of studying could hamper the eyes of students and break the level of concentration (mainly in school students). And lastly, online classes cannot become a permanent solution for long run education. Henceforth, it’s much better to maintain proper measures to protect ourselves so that we can expect those golden days back again.

EINSTEIN: There are two different conceptions about the nature of the universe: (1) The world as a unity dependent on humanity. (2) The world as a reality independent of the human factor.

TAGORE: When our universe is in harmony with Man, the eternal, we know it as Truth, we feel it as beauty.

EINSTEIN: This is the purely human conception of the universe.

TAGORE: There can be no other conception. This world is a human world — the scientific view of it is also that of the scientific man. There is some standard of reason and enjoyment which gives it Truth, the standard of the Eternal Man whose experiences are through our experiences.

EINSTEIN: This is a realization of the human entity.

TAGORE: Yes, one eternal entity. We have to realize it through our emotions and activities. We realized the Supreme Man who has no individual limitations through our limitations. Science is concerned with that which is not confined to individuals; it is the impersonal human world of Truths. Religion realizes these Truths and links them up with our deeper needs; our individual consciousness of Truth gains universal significance. Religion applies values to Truth, and we know this Truth as good through our own harmony with it.

EINSTEIN: Truth, then, or Beauty is not independent of Man?

TAGORE: No.

(১৯৩০ সালের ১৪ই জুলাই ঘটেছিলো এই পৃথিবীর ইতিহাসে এক আশ্চর্যতম ঘটনা। সেদিন বার্লিন শহরের উপকন্ঠে স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বাড়িতে এসেছিলেন এক বিশেষ অতিথি, যার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই দুজনের সেদিনের কথোপকথন চিন্তার জগতে এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে সংরক্ষিত হয়ে আছে । আমরা এখানে সেই আলোচনার একটু অংশ তুলে ধরলাম মানব সভ্যতার এই অভূতপূর্ব সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে)

নিয়মিত বিভাগ — এই সংখ্যায় বলছেন শ্রী প্রভাত চট্টোপাধ্যায়

বিষয়— দেশ বিদেশের পাখী

নীল কট্‌কটিয়া (Veriditer Flycatcher)

এই পাখিরা থাকে হিমালয়ে। তবে সমতলেও তাদের দেখা মেলে শীতের দিনে। ছোট্ট পাখিটা নীল পালকে ঢাকা, খানিকটা সবুজ রঙের আভাও দেখা যায়। বলা চলে সব্‌জে নীল। মেয়ে পাখিদের তেমন কোনও সৌন্দর্য্য নেই, বরং বিবর্ণ-ই বলা চলে। পুরুষ পাখিদের চিবুক আর গলার কাছের পালকের সাদার উপর নানা রঙের ছিট। এই পাখিদের তেমন কোন ডাকাডাকি কানে আসে না। তবে মাঝে মাঝে ছেলে পাখিগুলো উচ্চ কণ্ঠে ডাক দেয়। এই নীল পাখিদের কট্‌কটে ডাক শুনে তাদের নাম হয়ে গেছে 'নীল কট্‌কটিয়া'। এইরকম একটা ধারণা আছে অনেক পাখি-প্রেমীদের।

এই পাখিদের আমরা গরমকালে দেখতে পাই খুব উঁচু পাহাড়ে। এদের গড়ন বেশ শক্তপোক্ত। তাদের লেজের গঠন লম্বাটে, দু'রকম রঙ। এই নীল কট্‌কটিয়া পাখি খুব দুরন্ত, ছট্‌পট করে, আর হেথায়-সেথায় ঘুরে বেড়ায়। এরা আবার পোকামাকড় খুঁজতে বনে বাদাড়ে হানা দেয়।এরা পোকা খেতে খুব ভালোবাসে, আর উড়ন্ত পোকা শিকার করতে বিশেষ পটু। তবে এই পাখি দু'জনে মিলে সংসার পাতে আর সব দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। বাসা বাঁধে বেশ মজবুত।

নীল কট্‌কটিয়া (Veriditer Flycatcher)

ছবি— ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

।। তুমি আসবে বলে ।।

দীপঙ্কর পাত্র

তুমি ও তোমরা আসবে বলে আমি প্রাচীনে ছুটে যাই। প্রাচীনে গিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধগণের পরামর্শগুলি অনুধাবন করি ও দেখি বৈদিক যুগে স্বজাতীয় 'দত্তক' গ্রহণের প্রচলন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দত্তক বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে স্বীয় পিতামাতার আশ্রয়ে চলে যেতেন। ফলে এই প্রথা দত্তক পিতামাতার পক্ষে খুব একটা সুখকর ছিলো না –

'পরিষদ্যং হরণস্য রেকণো নিত্যস্য রায়ঃ পতয়ঃ স্যাম।
ন শেষো অগ্নে অন্যজাতমস্ত্যচেতানস্য মা পথো বি দুক্ষঃ'।

তাই তৎকালীন সমাজে তাঁদের আহ্বান ছিলো – অন্নবান শত্রুনাশক নবজাত পুত্র তাঁদের নিকট আসুক । বেদ থেকে এগিয়ে বেদের পরবর্তী অর্থাৎ মনুসংহিতা (২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ – ১০০ খ্রিষ্টাব্দ) ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (১০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ) – এই সময়ে দত্তকের চিত্রটি পরিস্কার হয়। মনুসংহিতায় দ্বাদশ প্রকার পুত্রের নামকরণ করা হয়েছে – ঔরস , ক্ষেত্রজ , দত্তক , কৃত্রিম , গূঢ়োৎপন্ন , অপবিদ্ধ , কানীন , সহোঢ় , ক্রীত , পৌনর্ভব , স্বয়ংদত্ত ও শূদ্রাপুত্র । আবার যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়ও দ্বাদশ প্রকার পুত্রের নামকরণ করা হয়েছে তবে নামান্তর লক্ষণীয় - ঔরস , ক্ষেত্রজ , পুত্রিকা পুত্র , তানীন , সহোঢ় , গূঢ়োৎপন্ন , পৌনর্ভব , অপবিদ্ধ , দত্তক (দত্রিম) , ক্রীতপুত্র , স্বয়ংকৃতপুত্র , স্বয়ংদত্ত ।

আমাদের কাঙ্ক্ষিত 'দত্তক' শব্দটি 'দা' ধাতুর সঙ্গে 'ক্ত' প্রত্যয় যোগ স্বার্থে 'ক' প্রয়োগে নিষ্পন্ন । তবে 'দত্ত' শব্দটির অর্থ হল – বিসৃষ্ট , সমর্পিত , রক্ষিত , প্রেরিত; আর 'দত্তক' হল যে সমর্পিত , রক্ষিত বা প্রেরিত হয়েছে। এখানে দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক জড়িত। এই সবই প্রাচীন প্রথা - আর্যসমাজের পিতৃতন্ত্রের ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও রক্ষাকর্তা হিসাবে পুত্রের প্রয়োজনে ছিল। প্রকৃতিগত কারণে সত্যের সম্মুখীন হয়ে মানুষ বর্তমান সমাজেও প্রাচীন মানসিকতা পোষন করে চলেছেন , তেমনি নিঃসন্তান দম্পতি অবহেলিত হয়ে হীনমন্যতায় স্বীয় জীবনকে ব্যর্থ মনে করে চলেছেন। এখানে বলি – তোমরা আসবে বলে আমরা আর মনোরোগীর স্মরনাপন্ন হইনা । কারণ তোমরা হলে আমাদের জীবন । আর 'জীবন' হল বাঁচার জন্য, 'মন' হল দেবার জন্য , 'ভালোবাসা' হল সারাজীবন পাশে থাকার জন্য , 'বন্ধুত্ব' হল জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য –

'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ ।
প্রাপ্তেষু ষোড়শবর্ষে পাত্রমিত্রবৎ আচরেৎ ।।

কিন্তু সেই ভালোবাসার মধ্যে 'আরো ভালো'র জন্যে আমরা 'ভালো' কেই হারিয়ে ফেলি। শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভালোবাসা একই জিনিস। 'জ্ঞান' আর 'ভালোবাসা'র মাধ্যমেই লক্ষ্যকে পূরণ করা যেতে পারে , আর এখানে ভালোবাসা নামক পথটি বা মার্গটি বেশী সহজ। সুখী গৃহকোণ ইট দিয়ে নির্মিত হয়না । সম্পর্ক দিয়ে বানাতে হয়। যেখানে অভিমান থাকবে, কিন্তু অজুহাত থাকবেনা। বিবাদ থাকবে কিন্তু দুরত্ব থাকবেনা। তাই তোমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকোনা কেন গর্বের সাথে বলো - 'আমাদের আর জড়তা নেই' , আমরা কুসন্তান নই; আবেগের সাথে বলো – আমরা তোমাদেরই সন্তান , তোমাদের অহঙ্কার ।

' সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্বে সন্তু নীরাময়াঃ ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ দুঃখভাগ ভবেদ' ।।

সকলের মঙ্গল হোক , সকলে নীরোগ থাকুক , সকলের দৃষ্টি এক হোক, কারো দুঃখের হেতু হোও না।

মনেরে আজ কহ যে ভালো-মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে

সুজাতা নন্দী

সচেতন ভাবে মন সত্যি মেনে নিলেও অবচেন মন তা পারেনা।আমার মত অনেকে এক না পাওয়াকে তুচ্ছ ভেবে জীবনের পথে এগিয়ে না গিয়ে চরম বিষণ্ণতায় ভরিয়ে তোলে সংসার জীবন।তখন তার আঁচ পায় তার চারপাশের মানুষ। কেউ বিদ্রুপ করে, কেউ সমব্যথী হয়। আমাকে কেউ কোনও দিন বিদ্রুপ করেনি, তবু এক আকাশ বিষণ্ণতা আমাকে গিলে খেত সারাদিন। চারপাশে এত এত পাওয়া, তবু এক না পাওয়া কুরে কুরে খেত সারাক্ষণ। জীবনের ভালোমন্দের হিসাব গুলিয়ে যেতে থাকে। মা, আমার শাশুড়িমা, প্রথম বললেন একটা বাচ্চা দত্তক নিতে। এরপর শশুরবাড়ীর অনেকেই বলেছে দত্তক নেওয়ার কথা। কোথায় পাবো কিভাবে পাবো এই ভাবনা মাথায় ভর করল। যাকে সামনে পাই তাকেই বলি যদি কোন সাহায্য করতে পারে। অনেকেই অনেক খবর দিল, কিন্তু পরে দেখলাম সে পথ ভুল। অনেক খবর নিয়ে যোগাযোগ করি বেশ কয়েকটি হোমের সাথে, কিন্তু তারা জানায় regis-tration হচ্ছেনা, হলে জানাবে। এক আকাশ আশা নিয়ে হোমের দরজায় গিয়ে দাঁড়াই আর ফিরে আসি একরাশ নিরাশা হতাশা নিয়ে। নিজেকে খুব অসহায় লাগতে থাকে, এরই মাঝে ডাক্তার-নার্সিংহোম লেগেই থাকে। এত কঠিন পরিস্থিতি তখন পেরিয়ে এসে আজ মনে হয় তখন কত অসহায় ছিলাম, কতো বোকাছিলাম। প্রতিবার IVF করার পর ১৪ দিন গভীর উৎকন্ঠায়, ভাললাগায় কাটত, যদি সত্যি হয় সব কিছু,না সব শেষ,আবার হেরে গেলাম। ঠিক করলাম আর না, ডাক্তারের কাছে আর যাবনা। কিন্তু-কি এক জুয়াড়ির নেশায় ধরেছিল আমাকে, বারবার হেরে যাই হতাশ হই, নিঃস্ব হই প্রতিজ্ঞা করি আর নয়, কিন্তু শরীরের ক্লান্তি দূর হতে না হতেই জুয়াড়ি মন আবারও বাজি ধরে নিজের ব্যর্থতাকে। বার বার হারে, তবু খেলা ছাড়তে চায়না মন।

কোন এক ক্লান্ত সময় মন খোঁজ পায় CARA-র। সফল হব না ভেবেই ফর্ম ফিলাপ করি। সব আশা শেষ তবু কোথায় যেন এক বিন্দু আশা ছিল। প্রায় দুই বছর পর ই-মেল-এ দেখলাম আমরা পেতে পারি আমাদের আকাঙ্খিত সম্পদ। সবাইকে বলতে ইচ্ছা হল। কিন্তু সে আনন্দ মনে চেপে রাখলাম ভয়ে যদি সব না পাই। এরপর আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। চোদ্দ দিনের মধ্যে সব স্বপ্ন সফল হল। বার বার হেরে যেতে যেতে এমন অবস্থা হয়েছিল, যেদিন হোমে যাচ্ছি আমার ছেলেকে আনতে, সেদিনও আমার চেতন ও অবচেতন মনের বোঝাপড়া চলছে। সাফল্য আর ব্যর্থতার তরবারির আঘাতে আঘাতে আমি ক্ষত বিক্ষত হচ্ছি, রক্তাক্ত করছে প্রতিমুহূর্ত আমাকে। শেষে যখন হোমে গিয়ে কোলে নিলাম তাকে, তখন এক অন্য অনুভুতি, ভয় কাজ করল; পারব তো এই গুরুভার ঠিক ঠাক পালন করতে? কিছুক্ষণ পরেই এক অনাবিল আনন্দ আমার সব ভয় দূর করে দিল। আমরা আমাদের সন্তানকে নিয়ে বাড়ীর পথে চললাম। মনে হতে লাগল কোন এক অজ্ঞাত কারনে এতদিন মা ছেলের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, তা আজ ভগবানের দয়ায় আর আমাদের প্রিয় মানুষদের ইচ্ছায় দূর হল। একে অপরকে কাছে পেলাম। বাড়ি আসার দীর্ঘপথ যেন আরও দীর্ঘতর মনে হতে লাগলো। শুধু মনে হতে থাকলো কখন বাড়ি যাব আর সবাই দেখবে আমাদের ছেলেকে। বাড়ীর সবাই খুব আনন্দিত ওকে পেয়ে, সারা সন্ধ্যে সকলের সাথেও বেশ কাটালো। এরপর দিন ১৫ চুপচাপ রইল, সব দেখল বোধহয়। তারপর শুরু হল তার দুরন্তপনা । তবে বাড়ীতে দাদা, দিদি ও আরও আটজন, আমরা এক সাথে থাকি। বেশ মজা করেই দিন কাটতে থাকে আমাদের, সবার সাথে বড়ও হতে থাকে দেবাংশু । এই চারবছর নানা সময় নানা বাধা এসেছে,তবে বাড়ীর সকলে মিলে তার সমাধান করেছি। কখনও তা গুরুভার মনে হয়নি ,নিজেকে অসহায় বলেও মনে হয়নি।

এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা সকলে মিলে মজা করে, গল্প করে, ছাদে খেলে,ছাদে গাছ লাগিয়ে, নতুন অনেক কিছু শিখে, বই পড়ে, আনন্দে থাকতে চেষ্টা করেছি। তবে দেবাংশুর জন্য আরও সহজ হয়েছে এই ঘরবন্দী অবস্থায় থাকাটা। সারাটা সময় বেশ ব্যস্ততায় কাটছে আমাদের। সকলে ভালো থাকবেন। অন্যকে ভালো রাখবেন।

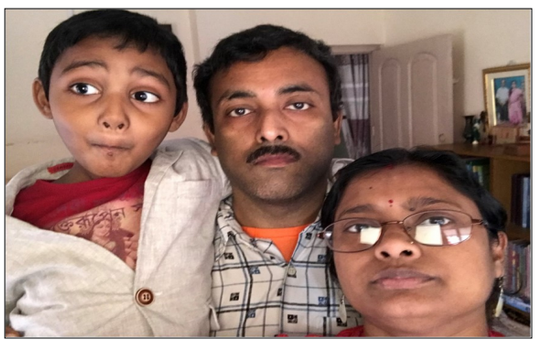

আমি এবং আমার স্বামী মৃণাল, আমাদের ছেলে দেবাংশুকে নিয়ে ২০১৬ সাল থেকে আত্মজা'র সাথে বিভিন্ন ভাবে যুক্ত আছি। দেবাংশুকে নিয়ে আমাদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা সবার সাথে ভাগ করে নিতে পেরে ভালো লাগলো .... লেখিকা

পেয়েছি প্রাণ ভরে

সুবীর মুখার্জী

যে শিশুকে আজ থেকে চব্বিশ বছরেরও কিছু বেশি সময় আগে বুকে করে বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম, সে আজ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী। তাকে বাড়ি আনার আগের স্মৃতি আর চব্বিশ বছরের চড়াই-উৎরাইয়ের স্মৃতি বড় কম নয়।

যখন একটি শিশুসন্তানের পিতা বা আমার স্ত্রী 'মা' হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলাম বা ছিলেন, তখন সেই স্বপ্ন অধরা থেকে যাচ্ছিল। হয়তো বা দূরেও চলে যাচ্ছিল। অকস্মাৎ মনে আসে দত্তক প্রথার কথা। তখন চোখের সামনে আমার দুই বন্ধুর জীবন দত্তক নেওয়ার ইচ্ছাকে আরও বেশি করে উস্‌কে দিল। যেমন ভাবা তেমন একটু একটু করে ওপথে যাওয়ার কাজ শুরু করা। এই ছোট্ট পরিসরে তার সবটা লেখা সম্ভব নয়। তবু, যে অভিজ্ঞতার কথা না বললে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তা হল আমার মায়ের কথা। একদিন সন্ধ্যায় মা'কে বললাম, "মা, আমরা সন্তান দত্তক নিতে চাই"। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। বললেন যাতে আমাদের সুখ তাতেই তাঁর সম্মতি আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "যাকে বাড়ী নিয়ে আসব, তার ধর্ম নিয়ে তোমার মনে কোনও দ্বিধা থাকবে না তো"। আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত মানবিক সুরে বললেন, "বাবা, মানুষ কি কোনও ধর্ম নিয়ে জন্মায়? যার ঘরে বড় হয়, তার যে ধর্ম হয়, শিশুটির ধর্মও তা-ই হয়"। বলে আমায় প্রশ্ন করলেন, "তুমি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' পড় নি? গোরা হিন্দুর ঘরে বড় হয়ে তার দ্বিধা-সংকোচের অবসানের আগে হিন্দু ধর্মই পালন করেছে। তাতে পৃথিবীর কোন ক্ষতিটা হয়েছে? সুতরাং, ওসব না ভেবে যা করতে চাও তা তাড়াতাড়ি করে ফেলো"। একটি কঠিন কথা সহজভাবে বলে আমার পথ মসৃন করে দিলেন আমার মা।

প্রাক্-দত্তক পর্বের শেষ কাজ হল শিশুটিকে পছন্দ করা। যদিও 'পছন্দ' শব্দটিতে আমার আপত্তি আছে। বাচ্চাটিকে দেখার দিন সস্ত্রীক পৌঁছে গেছি। শিশুভবনের সিঁড়ির অর্ধেক উঠে গেছি, হঠাৎ আমার স্ত্রী আমার হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন, "আমি আমার না দেখা মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি। বাজারে শাড়ী কিনতে আসিনি। সুতরাং, ভালোবেসে যাকে আমার কোলে তুলে দেবে, সেই আমার মেয়ে। বাচ্চা বেছে নেওয়ার মত হীন কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়"। জীবনের আরেকটা কঠিন কাজ সহজ হয়ে গেলো। একটি শীর্ণকায় শিশুকে আমাদের কোলে তুলে দিলেন। ওর আর কিছু না থাক, ছিল গালভরা ভুবন ভোলানো হাসি। ওর অসুস্থতাকে সারিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক করে তুলতে কিছুদিন সময় গিয়েছে। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, কখনও বিরক্ত হই নি।

তারপর পায়ে পায়ে চব্বিশ বছর অতিক্রম করা। স্কুলজীবনের অনেকটাই ভালো কাটেনি। গভীর 'ডিস্‌লেক্সিয়া'-র সমস্যা ছিল। অর্থ্যাৎ, বানান ভুলের সমস্যা। এককথায় বোঝানো যাবে না। সেই পর্বে সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই বিশেষ প্রশিক্ষক শ্রীমতী লিপিকা ভট্টাচার্য্যের প্রতি। পরম যত্ন এবং ভালোবাসায় আমার মেয়েকে এই সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। প্রস্ফূটিত কন্যাকে দেখলাম বারো ক্লাসের পরীক্ষার সময় থেকে।

এই চলার পথে কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণের যে সমস্যা তাকে অন্য সব বাবা-মায়ের মত আমাদেরও অতিক্রম করতে হয়েছে। সেই পর্বে তার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বা না দিয়ে ধৈর্য্যের সাথে সমস্যাকে মোকাবিলা করেছি। একটা সময় মেয়ে নিজেই নিজের মধ্যে স্থিতধী হতে পেরেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঠিক বা ভুলের সীমারেখা টানতে শিখেছে।

আজ সে দায়িত্বশীলা। মায়ের অসুস্থতায় রান্না করে আমাকে ও মা'কে খেতে দেয়। মায়ের অসুস্থতায় বিচলিত হয়ে নিজেই চিকিৎসকের সাথে কথা বলে। জীবন আমাদের পরিপূর্ণ। এই পূর্ণতা অন্যদের জীবনেও আছে, হয়তো একটু অন্যরকম ভাবে। যাঁরা সদ্য দত্তক নিয়েছেন, বা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন, তাঁদের জন্যও অপেক্ষা করছে এই পুর্ণতা।

রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে লেখা শেষ করি:
"সম্পর্ক রক্তের বাঁধনে নয়,
অনুভূতির বাঁধনে তৈরী হয়"।

আমি এবং আমার স্ত্রী, নবনীতা মুখার্জী, আমাদের মেয়ে সেমন্তীকে নিয়ে ২০০০ সালে আত্মজার জন্মলগ্ন থেকে তার সাথে বিভিন্নভাবে যুক্ত আছি। সেমন্তীকে নিয়ে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা সবার সাথে ভাগ করে নিতে পেরে আনন্দলাভ করলাম... লেখক।	

My own face, not anyone else's

(*In every conceivable manner, the family is link to our past, bridge to our future-Alex Haley)*

Vikas Prakash Joshi

The word 'Adoption' according to the online Lexico dictionary is "The action or fact of legally taking another's child and bringing it up as one's own, or the fact of being adopted." The definition is terse but hidden in these sparse words are worlds of meaning.

I still remember the first time I heard the word adopted or came to be aware of the concept of 'adoption'. It was at anafter school get-together programme in early secondary school. We had in our school, the concept of organising small programmes on different countries and all the students joined in with much gusto. That month the theme was Egypt, so for that one month, various activities would be lined up centred on that country. On one particular day we had to dress as Egyptian figures, bring some Egyptian dishes from home and make simple presentations on Egypt as part of our History and Social Studies class. One of the girls had garnered everyone's appreciation for the delicious Egyptian dishes she had brought from home and the convincing young Cleopatra she had dressed as. Later on, when we were clearing up everything, I overheard the two teachers discussing the girl amongst themselves in a low voice.

She praised the girl's performance in this and her general academic excellence and mentioned, as if in passing, with an arch of her eyebrows, "She is adopted, you know." The other teacher gave a knowing smile and said no more, cognisant of not saying too much in front of me.As a mere child then, I had no idea what the word 'adopted' meant,but at a subconscious level, I imbibed the idea that adoption was somehow a taboo thing. The absence of any other adopted persons in my family and close friends circle meant that this attitude remained with me for many years.

Childhood dream

Fast forward to many, many get-togethers later. I had decided to finally fulfil a childhood dream of writing my first book. It had always been a dream, but as I grew older and got caught up in life's endless tasks, this dream fell by the way side. In 2017, I resolved to make it happen no matter what. This article gives you a short snapshot of the learnings from my journey, in my book tentatively titled *'My Name is Cinnamon*'. It will be out sometime next year.

To briefly and shamelessly plug my book: From the bustling city streets of Pune, to chaotic and charmingly infuriating Kolkata to Nandurbar's hilly and breath-taking lush green vistas, *My Name is Cinnamon*traverses' diverse landscapes and speaks in many authentic voices. It is an original, sensitive and very moving tale with countless moments of fun and adventure, and based on a theme which has hardly been explored in children's and young adult literature in India.

Key theme

As this book has one of its key themes, if not its *key theme*, as adoption, it is a great pleasure to write this article in the *Atmakatha* magazine. My deepest gratitude to Dr.AnupDewanji for this golden opportunity, as well as the unstinted support and inputs given to me by *Atmaja*.My sincere 'Naman' to Atmaja and all its office bearers and members, for all the work they do and have done over the years.

A question that arises at this stage, why did you choose the concept of adoption and weave it into a story? My answer to that will be: the author doesn't choose the story; the story chooses the author. Once a writer 'gets' an idea he *knows* that the writing process will start from this idea. I am sure those who have ever done writing—creative writing in particular--of any kind will easily understand what I mean.

So I had to learn all I could about adoption, especially in the Indian context. I started off my journey into the complex and changing world of adoption in India. I resolved to let people tell their stories the way they wished to and let the chips fall as they may, not letting my own negative perceptions come in the way.

To that end, I did both primary and secondary research of different kinds. I read books on and centred about adoption in India by authors such as Lakshmi Giri, DeepaBalsavar, Nandana Dev Sen, and a more academic book by Vinita Bhargava. I read all the online material I could find about adoption in India and the challenges therein. I had

Ihad discussions with ArunDohle and Anjali Pawar, who trace out birth parents. I watched movies that depict adoption in a sensitive and realistic way. Most importantly, I had detailed wide ranging discussions with a large number of adoptive parents and children throughAtmaja in Kolkata, Sudatta Adoption Parivar in Bangalore, as well as in Pune, Delhi and Mumbai. I also had discussions with Roxanne Kalyanvala, of the BharatiyaSamajSeva Kendra in Pune, an adoption agency to understand the legal and administrative aspects of adoption. I consulted

journalists who have covered stories on adoption and went through historical sources and mythological references to on adoption. To better understand the psychological issues, I spoke to several child psychologists who have counselled adopted children and parents. Both rich, middle class and poor people have been a part of my research to ensure that perspectives across class are obtained. Through all this, I have garnered rich material and observations for my book.

All this has given me a new perspective on adoption in India and altered my old ideas. It also brought home to the role of various institutions and that of the parents and family themselves, in adoption and by extension in the family themselves. While it is a cliché that everyone's experiences are different, certain common threads repeatedlyshowed up in the wide variety of conversations I spoke to. The train or bus may have different sections but the countryside it travels through is the same for all the passengers. I put forward a few observations and perceptions as below:

Catch them Young

It is a truism that the earlier you do or learn something, the better it often is. This is manifestly common when it comes to adoption as well. I noticed across the board, that in those families where a child learns that he or she is adopted, very early on, and in a way that is down to earth, it becomes very natural to him. It is essential that parents tell their children themselves and early on, so that the child avoids the shock of being informed about this by anyone outside the family. Second, the longer parents delay telling the child, the more and more pressure it puts on them. Dr.Sanyogita Nadkarni, a Pune-base child psychologist avers that telling a child he or she is adopted cannot be made into a major event. "It is important children know about it in a variety of ways, from as early an age as possible," she advises. In those cases, where the parents delay for too long, they often never end up telling the child.

Identity not necessarily linked to being adopted

An assumption of mine was that being adopted was a key part of a child's life and identity. In my interactions with adopted children, I came to perceive that for many of them, the fact that they were adopted was just a small part of their identity and not necessarily something they dwelt on or spent a lot of time thinking about. They saw themselves in much the same way as any other children do. (Especially where adoption was normalized by parents). KetkiOvhal, a Pune-based homemaker who was adopted at six months, and is now a mother herself to two teenagers, points out "I was and am still startled with those who still wish to see me through the prism of being adopted. Even in school, people would often ask me pityingly "Oh,you are adopted?"I never understood why they felt any pity for me. I am not defined by the fact that I was adopted. My values, choice and personality define me, as my friends' circle, education, the life I have lived and choice of career."

Adoption of a child is not a favour

When we talk of adopting a child, there are some who see it as a noble task. Or, it is termed that the parents are doing a favour to the child by giving them a chance for a better life. However, in my interaction with adoptive parents, one could clearly see that for the majority of them, they saw it as just another way of having children. It cannot be as seen as some sort of charity or favour. TVS Sekhar of the Sudatta Adoption Parivar emphatically points out, "I have heard several people telling me 'What a noble act I have committed in adopting a child'. On the contrary, mywife and I wanted to have a child of our own and adopted as we didn't have an option. No more should be read into it."

Resemblances go beyond physical

As a writer, an intriguing aspect to me was the difference in the way a child looks from his adoptive parents. At a personal level, I myself was teased occasionally that I was adopted because I am much taller than my parents and look very distinct from my own father. Through my interactions, I grew to realise that while adoptive children may 'look' different from their parents, they do adopt the mannerisms, speech patterns, gestures, behaviour and other outward aspects of their parents. They end up 'looking' like their parents even if their facial appearances may not necessarily be similar. It may also be pointed out that even biological children can often end up looking quite different from their parents. This is generally an issue, if at all, only during early childhood. As the child asserts his or her own identity, this recedes completely in the background. Anhiti Naskar, daughter of Swapan Naskar and Subha Mukhopadhyay of Atmaja ,Kolkata , when questioned about it, aptly puts it "When anyone asks whether I have my mother's face or father's face, I respond that I have my own face."

Growing professionalization of adoption

We are, through our mythology, familiar with the idea of adoption. The stories of Krishna, Shakuntala and Karna are all known to us. In India, adoption has traditionally been within the distant family, relatives and so on. As time passed, adoption agencies started playing a major role. With the advent of the new regulations of CARA in 2014, all this has changed. On one hand, it has become easier to adopt a child from any part of the country. On the other hand, the role played by individual adoptive agencies has reduced.

Roxanne Kalyanvala, Executive Director of BharatiyaSamajSeva Kendra, commenting on the change, says "Both the old and new systems have their plus and minus points. I feel the new system may be more streamlined and give parents access to children from different parts of the country. A person from Odisha can adopt a child from Maharashtra. On the other hand, there was a greater personal touchin the old system. There was a rapport that was established between the agency and families. Now,everything has been centralized."

Sensitivity to children concerns but not giving in to blackmail

At some time, adoptive children tend to express curiosity and interest in who their biological parents may be and how they came to here. Often a times, these questions come during the teenage years or during adolescence. These are the most challenging times for any person, `growing up as it is, the first time that we are stepping out and forming our own identity, distinct from our parents'.

Questions like 'Why was I adopted?' 'Was something lacking in me?' 'Do my parents ever think about me?' are all very common at such times of a child's life. These questions must be handled with utmost sensitivity and tact. Parents must also treat these questions as normal and not see it as any lessening of love in their children. There should not be any attempt to make the child have a sense of 'guilt' for these feelings. The adoption agencies and child psychologists can play a key role in this regard.

However, cautions NilouferWadia, herself an adoptive mother, parents must not give into blackmail. "Children, particularly in their teenage years, tend to indulge in tantrums if they are not given something or the other. At such times, they may argue that it is because they are adopted, that parents did not give them what they wanted. Parents must stand firm and not spoil the child," she says.

Changing preference towards girl children

It is generally perceived that there is a bias against the girl child in India. However, at least in the adoption context, this is not true. On the contrary, there is a preference for adopting girls, is the feedback in different parts of the country. According to an article in the Financial Express, over 50 percent of the children adopted in 2019-2020 were girls.

You are not alone

There is a saying that you are deeply influenced by the people around you. A common perception I came across among both adoptive parents and their children is that, when adoptive children are introduced to other children who are adopted, they realise that they are not alone. This also makes a substantial difference to any issues of feeling 'different' from other children. Adoptive parents would do well to introduce their children to other adoptive children at a young age.

What matters

In a nutshell, I would say, what really matters are the parents bringing up the children in a way which is loving, empathetic and yet with boundaries and self-control.

This will ensure that the children are well brought-up, and yet at the same time self-confident secure individuals who are capable of making their own decisions and facing life's vicissitudes with aplomb. They can then do the same with their own children, when they become parents.

This is the task of any parent, irrespective of being adopted or non-adopted. Adoption may be seen as another way of becoming a parent, and another way of bringing life, no more and no less.

For any comments or to know more about my book, write to me at joshi.vikas500@gmail.com

(Sri Vikash Prakash Joshi is a Pune based author and also a social activist and raising voice on several issues of the society in his blog. He played an instrumental role for publication of the book 'Gavkari Ekatra Samruddhi Sarvatra' which carries 25 stories of 25 Villages that have benefited from the work of Watershed Organisation Trust with which he is associated closely. Besides his articles is also published in Inspired by Tagore which is a compilation of 300 articles from all over the world and published in 2012 by Sampad and British Council India. Sri Joshi has now began his journey towards his first novel My name is Cimmanum … which is story of a small adopted boy . We express our love and best wishes to Mr Joshi for his novel . …. Atmakatha Editorial Board)

Lucy in the sky with diamonds.... সেই যে হলুদ পাখী

স্বপন নস্কর

"এ পৃথিবী বড়জোর নাম না জানা
কিছু হরিয়াল পাখীর হতে পারে , অথবা
কাঁটাতার পার হয়ে চলে আসা কোন এক শঙ্খচিলের..."

লুসি নামটি বাঙালীর কাছে পরিচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌলতে সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন ইংল্যান্ডে থাকা কালীন কবি ডঃ স্কট বলে একজনের বাড়িতে অতিথি সদস্য হিসাবে থাকেন বেশ কিছুদিন এবং ডঃ স্কটের দুই কন্যার মধ্যে একজন লুসি স্কট কবির প্রেমে পড়েন এবং ভারচুয়ালি কবিকে প্রপোজও করেন আকারে ইঙ্গিতে। কিন্তু তবু এই নামটি সেভাবে আমাদের মনে প্রভাব ফেলতে পারেনি তাই আজো আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রেম বলতে অন্য অনেক নাম মনে পড়লেও এই নামটি কখনোই সেভাবে বলিনা।

'Lucy' অর্থাৎ আলো ... এই শব্দটি প্রথম এক অজানা রোমাঞ্চের স্বাদ আমাদের মনে নিয়ে আসে যখন বিখ্যাত গায়ক জন লেনন তাঁর কম্পোজ করা একটি বিখ্যাত গান Lucy in the sky with diamonds তাঁর বিখ্যাত গানের দল বীটলসের Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band এই অ্যালবামের মধ্যে প্রকাশ করেন ১৯৬৭ সালে। এই রোমাঞ্চের সাথে একটি মিথ ও জড়িয়ে যায় আমাদের মধ্যে সেটা হল BBC নাকি এই গানটিকে ব্যান করে গানটির সাথে LSD বলে কুখ্যাত ড্রাগটির সম্পর্ক আছে এই বলে। সরকারি ভাবে যদিও এই ব্যান করার কথা কখনো ঘোষণা করেনি এই বিখ্যাত রেডিও সম্প্রচার সংস্থাটি। বরং তারা অন্য একটি গান ব্যান করেছিল এবং হয়ত সে কারনেই এই মিথ একটি কুখ্যাত নেশা এবং একটি বিখ্যাত গান জড়িয়ে শুরু হয়। যাইহোক এই মিথটুকুই আমাদের মত মাছ ভাত খাওয়া বাঙালীর হৃদয়ে লুসি নামে এক রোমাঞ্চ সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট ছিল। লেনন নিজে অবশ্য পরে বলেছিলেন গানটি তাঁর তিন বছরের ছেলে জুলিয়ানের আঁকা একটি ছবিকে মনে করে যেটায় সে এঁকেছিল তার এক নার্সারি বন্ধু লুসিকে।

আসুন, সময়ের স্রোত ধরে এবার এই দ্বিতীয় লুসিকে ছেড়ে আর একটু এগিয়ে যাই আমরা । ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাস । অ্যানথ্রোপলজিস্ট ডোনাল্ড জোহানসন এবং তাঁর এক সহকারী একটি ফসিল অনুসন্ধানের কাজ করছিলেন ইথিওপিয়ার আওয়াস উপত্যকায় হাডার অঞ্চলে । একদিন কাজ শেষে নিজেদের গাড়ীতে ফিরে আসার জন্যে একটা বিকল্প নালাপথ বেছে নিলেন। আর সেই রাস্তায় তারা দেখতে পেলেন একটা ফসিল হয়ে যাওয়া হাতের সামনের অংশের টুকরো (Forearm)। জোহানসনের বুঝতে দেরী হয়নি যে এটি একটি প্রিমিটিভ মানবীর হাতের টুকরো যার বায়োলজিকাল নাম হল আস্ট্রালোপিথেকাস আফারেনসিস যেটি হোমিনিড শ্রেনীভুক্ত। অর্থাৎ এপ থেকে মানুষ বা হোমো মহাজাতি হবার বিবর্তনের পথে একটি শাখা যাকে আমাদের অর্থাৎ হোমোস্যাপিয়েনদের পূর্বপুরুষ বলে ধরা হয়। যাইহোক এর কিছু পরেই তিনি মাথার খুলির পিছনের অংশ খুঁজে পান এবং তার পরে পরেই থাই এবং নিতম্বের হাড় এবং এইভাবে বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে খুঁজে তারা প্রায় শতাধিক ফসিলাইজড হাড়ের টুকরো খুঁজে পান এই আদিম নারীর এবং প্রায় সম্পূর্ণ একটি মানবীর কঙ্কাল এর রূপ দিতে সক্ষম হলেন এই অভিযাত্রী দল (ছবি -১)। সেই রাত্রে অভিযাত্রীর দল এই আবিষ্কার (পরবর্তী সময়ে এটি পৃথিবীর একটি আশ্চর্য আবিষ্কার বলে স্বীকৃতি পায়) এর উৎসব পালন করার জন্যে পার্টি দিলে সেখানে পান ও ভোজনের সাথে যে গানটি বাজানো হতে থাকে সেটি এই বীটলস এর Lucy in the sky with diamonds ... এবং এই অভিযাত্রী দলের এক সদস্য পামেলা অল্ডারম্যান এই করোটির নাম দেন – Lucy । জোহানসন এরপরে একটি বই ও প্রকাশ করেন যার নাম Lucy – The beginnings of Humankind । কী ভাবছেন ? লুসি নামের প্রতি ছোটবেলার মোহ নিয়ে এক নস্টালজিয়ার গল্প শোনাতে বসেছি আপনাদের কাছে আজ এই বৃদ্ধ বয়সে ? বেশ তাহলে চলুন এক লাফে পার হয়ে চলে যাই আরো কয়েকটি দশক।

২০১৩ সালে নাসার বিজ্ঞানীরা বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে তাদের মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনা করতে বসে প্রস্তাবিত মহাকাশযানটির একটি নাম খুঁজতে শুরু করেন। সাধারণত নাসার এই সমস্ত অভিযানের নামকরণ করা হয় বিভিন্ন শব্দের আদ্যাক্ষর দিয়ে অথবা এমন কোন নাম যা অভিযানটির সাথে অর্থবহ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে এই অভিযানের তাৎপর্য হল এই মহাকাশযান পাড়ি দেবে বৃহস্পতির সামনে এবং পিছনে একই অরবিটে চলতে থাকা ট্রোজানদের সঙ্গী হতে। ট্রোজান হল আসলে অ্যাস্টরয়েড বা গ্রহাণু যা তৈরী হয়েছিল আমাদের সৌরমন্ডলে গ্রহগুলির সৃষ্টির আদি মুহূর্ততে। গ্র্যাভিটেশনাল পুলের ফলে এইসব গ্রহাণু একসাথে মিলে মিশে গ্রহের সৃষ্টি করে অথবা কিছু কিছু অন্য গ্রহ অথবা নক্ষত্রের উপরে গিয়ে আছড়ে পরে ।আবার বেশ কিছু অ্যাস্টরয়েড মহাশূন্যে ভেসে যেতে যেতে হয়ত শেষ বিলীন হয়ে গেছে কারো সাথে কোন সংঘর্ষ না করেই। কিছু কিছু অ্যাস্টরয়েড একসাথে ক্লাস্টার করে হয়ত ঘুরছে গ্রহদের কেন্দ্র করে যেমন চাঁদ ঘুরছে আমাদের পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। কিছু কিছু অ্যাস্টরয়েড আবার খুঁজে পায় প্রায় চিরস্থায়ী নিজস্ব ঠিকানা। কীভাবে ? আসুন একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক বিষয়টা।

এই যে সূর্য এবং তার সমস্ত গ্রহ এবং গ্রহদের আসেপাশের গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা উপগ্রহ এবং অজস্র গ্রহাণু বা অ্যাস্টরয়েড এইসব একসাথে ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করে তাই তাদের একটা সেন্টার অফ রোটেশন আছে । কিন্তু সূর্যের কেন্দ্র আর এই গ্রহদের সেন্টার অফ রোটেশন এক বিন্দুতে সমাপিত নয়। যত বড় গ্রহ তত বেশি দুরত্বে তার সেন্টার অফ রোটেশন সূর্যের কেন্দ্র থেকে। বৃহস্পতির ক্ষেত্রেও তাই এই এই দুরত্ব বেশ খানিকটা । আর এই সূর্য এবং বৃহস্পতির মধ্যে যদি একটা রেখা টানা যায় তাহলে এই রেখার দুটি পয়েন্ট আছে যাদের বলে পয়েন্ট অফ ল্যাগরাঞ্জ (Lagrange Points) একটি থাকে বৃহস্পতির কাছে এবং সূর্যের দিকে আর একটি থাকে বৃহস্পতির কাছে কিন্তু সূর্যের থেকে দূরে অর্থাৎ অন্য দিকে। এই দুটি বিন্দুতে এসে গ্রাভিটেশনাল পুল শূন্য হয়ে যায় কারণ এখানে সূর্য এবং বৃহস্পতি একে অপরের গ্রাভিটিকে ক্যানসেল করে দেয়। এবং এই দুটি ল্যাগরাঞ্জ পয়েন্টে এই সৌরজগত সৃষ্টির সময়ের ট্রোজান গুলো ক্লাস্টার করে থেকে গেছে এবং বৃহস্পতির সাথে সাথে তারাও ঘুরে চলেছে সেই প্রথম দিন থেকে (ছবি – ২)। এগুলিকে বলা হচ্ছে গ্রহ নির্মাণের সময়কার গ্রহাণুর ফসিল এবং সেই কারণেই এগুলির মধ্যে রয়ে গেছে গ্রহ সৃষ্টির বেশ কিছু ক্লু। আমাদের এই পৃথিবীর সমুদ্র এবং আবহাওয়ার উপরে এই সৃষ্টির সময়ের ট্রোজানদের প্রভাব অনেকটা আছে বলে মনে করা হয় এবং সেখান থেকেই বিজ্ঞানীদের অনুমান এই বৃহস্পতির দুপাশে আটকে থাকা আদিম ট্রোজানদের মধ্যে পৃথিবীর সেই জন্মরহস্যের অনেক সূত্র থাকতে পারে।

এই মিসিং লিঙ্ক বা সূত্র থাকার সম্ভাবনা আছে বলেই নাসার এই বিশেষ অভিযানের মুখ্য অনুসন্ধানকারী গবেষক হ্যারল্ড লেভিসন এই বিশেষ স্পেস ক্র্যাফট এর সাথে সেই ১৯৭৪ সালের আবিষ্কৃত আদিম নারী ফসিল লুসির মিল খুঁজে পান এবং এই মিশনটির নাম ও দেন Lucy । শুধু এই ফসিল নয় তাঁর মতে Lucy in the sky with diamonds এই গানটির সাথেও এই মিশনের একটা বেশ নৈকট্য রয়েছে কারণ এই ট্রোজান গুলোকে দেখলে সত্যিই মনে হয় হীরে খচিত আকাশে আলোর ছটা। অতএব ২০১৩ সাল থেকেই শুরু হল লুসির প্রস্তুতি তার স্বপ্নের উড়ানের জন্যে । কবে আসবে সেই দিনটি ? না আর বেশি দেরী নেই ... ২০২১ সালের অক্টোবর মাসেই লুসি উড়ে যাবে বৃহস্পতির দিকে । এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে তার সাজগোজ (ছবি – ৩ শিল্পীর কল্পনায় আঁকা লুসি নামে স্পেস শিপ)। কেননা তার যে অনেক কাজ ... যে কাজ হাতে নিয়ে সে শুরু করবে একটা স্বপ্নের উড়ান। কী সেই কাজ ? আসুন একটু সহজ করে বোঝা যাক।

২০২১ সালের অক্টোবর মাসে লুসি শুরু করবে তার বারো বছরের উড়ান অর্থাৎ ২০৩৩ সাল অবধি। পরিকল্পনা অনুযায়ী সে ২০২৫ সালে পৌঁছে যাবে তার প্রথম গন্তব্যের কাছে। এবং তারপর থেকে সে আটটা আলাদা অ্যাস্টরয়েড এর কাছে যাবে – তারমধ্যে একটা মেন অ্যাস্টরয়েড বেল্টের এবং সাতটা ট্রোজান বা বৃহস্পতির দুটি Lagrange Points এর মধ্যে থেকে যাওয়া অ্যাস্টরয়েড এর কাছে। এই অ্যাস্টরয়েডদের মধ্যে চারটেই হল “two-for-the-price-of-one” বাইনারি সিস্টেম এর সদস্য। লুসি তার এই জটিল যাত্রা পথে বৃহস্পতির দুপাশের এই দুটো ট্রোজান ক্লাস্টার এর সাথেই আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবে এবং আমাদের কাছে এই অ্যাস্টরয়েড এর ঝাঁকের মধ্যে তিনটে প্রধান টাইপের ট্রোজান এর ছবি তুলে ধরবে - C-, P- and D- টাইপ ট্রোজান। এই P- আর D- টাইপ ট্রোজান প্রায় একরকম যেগুলো আমরা পাই কুপার বেল্টের তুষার সদৃশ বস্তুপুঞ্জের মধ্যে (নেপচুন এর কক্ষপথের ও বাইরে অবধি যা বিস্তৃত) এবং C- টাইপ ট্রোজান আমরা পাই মেন অ্যাস্টরয়েড বেল্টের বাইরের অংশে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যবর্তী স্পেসে (এই অ্যাস্টরয়েড বেল্টের অবস্থান আর তার সাথে আমাদের বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান ভালোকরে বোঝার জন্যে দেখুন ছবি – ৪) । এই তিনটি প্রধান টাইপ ট্রোজানই আমাদের গ্রহমন্ডলী সৃষ্টির সময়ের মেটিরিয়াল দিয়ে তৈরী তাই এই গবেষনার ফলে আমরা আমাদের পৃথিবী তথা অন্যান্য গ্রহের জন্ম রহস্যের অনেকটাই বুঝতে পারব এমনটাই মহাকাশ বিজ্ঞানীদের অনুমান। এই মহাকাশ অভিযান তাই অন্য সমস্ত মহাকাশ অভিযান থেকে ঐতিহাসিক ভাবে একদমই আলাদা গুরুত্বের। কারন এই প্রথম একটা মহাকাশ অভিযানে একসঙ্গে বিভিন্ন গ্রহের কক্ষপথে এতগুলো গন্তব্য স্থান ঘুরে বেড়াবে একটি মহাকাশতরী – আমাদের স্বপ্নের হলুদ পাখী লুসি। আর এই ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সে আমাদের গল্প শোনাবে। কী সেই গল্প?

আসলে লুসি আমাদের ছোটবেলায় জামরুল গাছে বসে থাকা সেই হলুদ রঙের ফিনিক্স পাখী ... যে পাখীটা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের দিকে আর স্বপ্ন দেখে এক আশ্চর্য উড়ানের... যে উড়ান একদিন পৌঁছে যায় চাঁদে ... তারপর মঙ্গল ... তারপর বৃহস্পতি আর এইভাবে সে খুঁজে যায় সেই আদিম গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক গল্প ... কবি যাকে বলেছিলেন ... ‘প্রথম আদি তব শক্তি--আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে গগনে গগনে’ ।

হে পাঠক , আসুন আমরাও আজ ছেড়ে চলে যাই এই বিবর্ণ ধ্বংসস্তূপের মত পিছনে ফেলে আসা ২০২০ কে। এই পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখ থেকে জেগে উঠি ... আর এগিয়ে যাই ২০২১ সালের দিকে যেখানে ফিনিক্স পাখীর মতই এখন সেজে উঠছে আমাদের লুসি ... তার স্বপ্নের উড়ান শুরু করার জন্যে .....

Pic -1

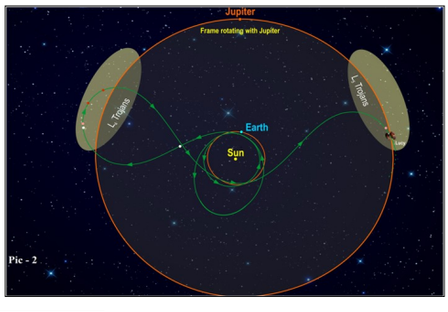

Pic - 2

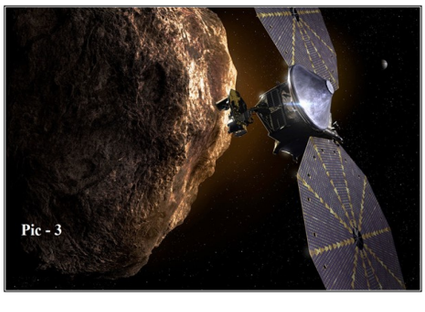
Pic - 3

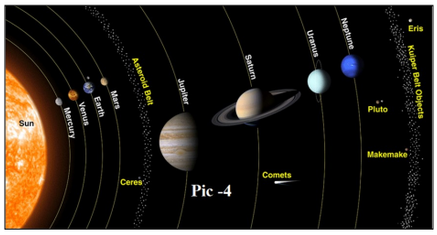

Pic -4

এই অভিযান সম্মন্ধে জানতে আগ্রহী হলে এই লিঙ্কে লগ ইন করুন
https://www.nasa.gov/mission_pages/lucy/overview/index

এবারে ছোটদের কাছ থেকে আমরা পিকনিক নিয়ে লেখা বা ছবি চেয়েছিলাম কিন্তু পেলাম না তাই গতবারের পিকিনিকের কিছু ছবি এখানে দিলাম ....

আত্মজা'র বর্তমান কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য বৃন্দ

চেয়ার পারসন – শ্রী স্বপন নস্কর
ভাইস চেয়ার পারসন – শ্রীমতি সীমন্তিকা নাগ
সম্পাদক - শ্রী অনুপ দেওয়ানজি
সহ সম্পাদক - শ্রী প্রসুন গঙ্গোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ - শ্রী সঞ্জয় শিকদার
সহ কোষাধ্যক্ষ–শ্রী শংকর নস্কর

- সদস্য -

শ্রী সুবীর ব্যনার্জি
শ্রী অচিন বসু
শ্রী বিমল দত্ত
শ্রী দীপঙ্কর পাত্র
শ্রীমতি নীলাঞ্জনা দাশগুপ্ত

- আমন্ত্রিত সদস্য -

শ্রী গৌতম ঘোষ
শ্রী প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়

* আত্মকথা ' র সম্পাদক মন্ডলী *

শ্রী প্রসুন গঙ্গোপাধ্যায় * শ্রী সঞ্জয় শিকদার * শ্রী অনুপ দেওয়ানজি এবং শ্রী স্বপন নস্কর

"সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে– এ-পথেই
পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ-বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
প্রায় তত দূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে"।

(জীবনানন্দ দাশ)

আত্মকথা ' র পক্ষে স্বপন নস্কর কর্তৃক ৫১৭ যোধপুর পার্ক , কলকাতা— ৭০০০৬৮ থেকে প্রকাশিত।

পত্রিকার প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

atmaja | an association of adoptive parents
Registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961
Registration No. - S/IV/1844 of 2000-2001.